ছন্দ

বেদাঙ্গের মধ্যে অন্যতম হল ছন্দ। পাণিনীয়শিক্ষায় বেদপুরুষের পাদবিশেষ হল ছন্দ - 'ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য'। বৈদিক সাহিত্যে ছন্দের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কারণ ছন্দোজ্ঞান ব্যতীত বেদের অর্থবোধ অসম্ভব। বৈদিক ছন্দ সাতটি। 'চন্দয়তি আহ্লাদয়তি চন্দ্যতে অনেন বা' - এই বিগ্রহে আহ্লাদনার্থক চদ্-ধাতুর উত্তর 'চন্দেরাদেশ্চ ছঃ' এই উণাদিসূত্রের দ্বারা অসুন্-প্রত্যয়ে এবং ছ-আদেশে 'ছন্দঃ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। আনন্দ দান করে যে, তাকে ছন্দ বলে। পরবর্তী কালে মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁর সর্বানুক্রমণী গ্রন্থে ছন্দের লক্ষণ করেছেন - 'যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ'। এখানে অক্ষর পরিমাণের কথা বলা হয়েছে। আচার্য পিঙ্গলও ছন্দঃসূত্রে বলেছেন - 'মাত্রাক্ষরসংখ্যানিয়তা বাক্ ছন্দঃ'। অত এব মাত্রা ও অক্ষরের দ্বারা নিরূপিত পদ্যকে 'ছন্দ' নামে অভিহিত করা হয়। বৈদিক ছন্দকে অলৌকিক এবং ধ্রুপদী সাহিত্যের ছন্দকে লৌকিক ছন্দ নামে অভিহিত করা হয়।

◗ **ছন্দোমঞ্জরী** ➡ আচার্য গঙ্গাদাস ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পিতার নাম গোপাল দাস এবং মাতার নাম সন্তোষা। পণ্ডিতদের মতে গঙ্গাদাস চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীয় ছিলেন। সম্ভবতঃ কেদারভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থের অনুকরণে ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থ রচনা করে ছিলেন। বৃত্তরত্নাকরে ১৩৬টি ছন্দের আলোচনা আছে আর ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে ২৭৬ টি ছন্দের আলোচনা হয়েছে।

গ্রন্থটি ছয়টি স্তবকে বিভক্ত। প্রথম স্তবকে বৃত্ত, জাতি ও বৃত্তের ভেদ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে সমবৃত্ত ছন্দের লক্ষণ আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় স্তবকে উপচিত্র, বেগবতী প্রভৃতি ১৬টি অর্ধসমবৃত্তের আলোচনা আছে। চতুর্থ স্তবকে উদ্গতা, সৌরভক প্রভৃতি বিষমবৃত্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যাত হয়েছে। পঞ্চম স্তবকে আর্যার বিভিন্ন প্রকারভেদের বর্ণনা আছে এবং ষষ্ঠ স্তবকে গদ্যপ্রকরণ নামক একটি অংশ আছে। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হল - এর অধিকাংশ উদাহরণ শ্লোক গ্রন্থকারের স্বরচিত এবং যতির বিভিন্ন সাঙ্কেতিক চিহ্ন (বেদ, সূর্য, রস প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয়েছে।

◗ **পদ্য** ➡ সংস্কৃতসাহিত্য গদ্য ও পদ্য ভেদে দ্বিবিধ। নির্দিষ্ট অক্ষর বা মাত্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদসমষ্টিকে পদ্য বলা হয় -'ছন্দোবন্ধপদং পদ্যম্'। প্রতিটি পদ্যে চারটি করে চরণ বা পাদ থাকে - 'পদ্যং চতুষ্পদী'। পদ্য আবার দুই প্রকার - বৃত্ত জাতি - 'তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা'। প্রতিচরণে নির্দিষ্ট সংখ্যানুসারে রচিত পদ্যের নাম বৃত্ত - 'বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতম্'। যথা - ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে চারটি পাদ বা চরণ একাদশাক্ষরবিশিষ্ট। পক্ষান্তরে মাত্রার সংখ্যানুসারে রচিত পদ্যের নাম জাতি - 'জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ'। পদ্যের হ্রস্বস্বরকে একমাত্রা, দীর্ঘস্বরকে দুইমাত্রা, প্লুতস্বরকে তিনমাত্রা এবং ব্যঞ্জনবর্ণকে অর্ধমাত্রা বলে -

'একমাত্রা ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রা দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনমর্ধমাত্রকম্'।।

আর্যা ছন্দ মাত্রাভিত্তিক বলে এই ছন্দে রচিত পদ্যকে 'জাতি' বলা হয়। আর্যা ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে দ্বাদশ মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে অষ্টাদশ মাত্রা এবং চতুর্থপাদে পঞ্চদশ মাত্রা থাকে -

'যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশ মাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি।
অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্যা।।

****

❖ **পদ্যম্** -

সংস্কৃতসাহিত্যং গদ্য-পদ্যভেদাদ্ দ্বিবিধম্। নির্দিষ্টাক্ষরেণ নির্দিষ্টমাত্রয়া বা নিয়ন্ত্রিতং পদজাতমেব পদ্যমিতি উচ্যতে। তদুক্তম্ আচার্যগঙ্গাদাসেন 'ছন্দোমঞ্জরী' ইতি গ্রন্থে - **'ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্'** ইতি। প্রত্যেকং পদ্যে চত্বারঃ পাদাঃ চরণাঃ বা সন্তি - **'পদ্যং চতুষ্পদী'** ইতি। পদ্যং পুনঃ দ্বিবিধম্ - বৃত্তং জাতিঃ চেতি। তথা চোচ্যতে - **'তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা'** ইতি। প্রতিচরণং নির্দিষ্টসং-

ख्यानुसारं रचितं पद्यं वृत्तमिति कथ्यते - **'वृत्तमक्षरसंख्यातम्'** इति। यथा - इन्द्रवज्राच्छन्दसि चत्वार: पादा: एकादशाक्षरविशिष्टा:। पक्षान्तरेण मात्राया: संख्यानुसारेण रचितं पद्यं जातिरिति अभिधीयते - **'जातिर्मात्राकृता भवेत्'** इति। पद्यस्य ह्रस्वस्वर: हि एकमात्रा, दीर्घस्वर: हि द्विमात्रा, प्लुतस्वर: हि त्रिमात्रा, व्यञ्जनवर्ण: हि अर्धमात्रा कथ्यते। तदुक्तम् -

'एकमात्रा भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रा दीर्घ उच्यते।
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनमर्धमात्रकम्।।' इति।

आर्याछन्द: मात्राभित्तिकम्। अत: अनेन छन्दसा रचितं पद्यं जातिरिति कथ्यते। आर्याछन्दस: प्रथमे तृतीये च पादे द्वादशमात्रा:, द्वितीये पादे अष्टादशमात्रा:, चतुर्थपादे च पञ्चदशमात्रा: सन्ति। तथा चोच्यते -

'यस्या: पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि।
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या।।' इति।

****

◗ **বৃত্ত** ➠ বৃত্ত তিন প্রকার - সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত - **'সমমর্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তৎ ত্রিধা'**। যে বৃত্তের চারটি পাদে বা চরণে গুরুলঘুক্রমে সমানসংখ্যক অক্ষর থাকে, তাকে সমবৃত্ত বলা হয়। যথা - ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে চারটি পাদ বা চরণ একাদশাক্ষরবিশিষ্ট। যথা -

'অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সম্প্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাসো ইবান্তরাত্মা।।'

লৌকিক সংস্কৃত পদ্যের অধিকাংশই সমবৃত্ত।

যে বৃত্তে প্রথম ও তৃতীয় পাদের অক্ষরসংখ্যা সমান এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের অক্ষরসংখ্যা সমান, তাকে অর্ধসমবৃত্ত বলা হয়। যথা - পুষ্পিতাগ্রা, বিয়োগিনী ইত্যাদি। পুষ্পিতাগ্রা ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে বারোটি অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে তেরটি করে অক্ষর থাকায় এই ছন্দটি অর্ধসমবৃত্ত। যথা -

'তুরগখুরহতস্তথা হি রেণুঃ
বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ
শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু।।'

যে বৃত্তের চারটি পাদ বা চরণ ভিন্ন ভিন্ন গুরুলঘু অক্ষরের দ্বারা গঠিত, তাকে বিষমবৃত্ত বলা হয়। যথা - উদ্‌গতা ছন্দের চারটি পাদের অক্ষর ভিন্ন ভিন্ন। যথা -

'বিললাস গোপরমণীষু
তরণিতনয়াপ্রভোদ্‌গতা।
কৃষ্ণনয়নচকোরযুগে
দধতী সুধাংশুকিরণোর্মিবিভ্রমম্।।'

আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে লক্ষণ করেছেন -

**'সমং সমচতুষ্পাদং ভবত্যর্ধসমং পুনঃ।।
আদিস্তৃতীয়বদ্ যস্য পাদস্তুর্যো দ্বিতীয়বৎ।
ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্তিতম্।।'**

****

❖ **वृत्तम् -**

आचार्यगङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे वृत्तस्य लक्षणं कृतम् - **'वृत्तमक्षरसंख्यातम्'** इति। अर्थात् प्रतिचरणं निर्दिष्टसंख्यानुसारं रचितं पद्यं वृत्तमिति कथ्यते। तच्च वृत्तं त्रिविधम् - समवृत्तम्, अर्धसमवृत्तम्, विषमवृत्तं चेति। तदुक्तम् आचार्यगङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे - **'सममर्धसमं वृत्तं विषमञ्चेति तत्त्रिधा'** इति।

यस्य वृत्तस्य पादचतुष्टये गुरुलघुक्रमेण समानसंख्यकाक्षराणि सन्ति, तत् समवृत्तमिति उच्यते। यथा - इन्द्रवज्राच्छन्दसि चत्वारः पादाः एकादशाक्षरविशिष्टाः भवन्ति। यथा -

'अर्थो हि कन्या परकीय एव
तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः।
जातो ममायं विशदः प्रकामं
प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा।।' इति।

लौकिकसंस्कृतस्य पद्यानि प्रायशः समवृत्तच्छन्दोबद्धानि।

यस्य वृत्तस्य प्रथमस्य तृतीयस्य च पादस्य अक्षरसंख्या समाना तथा द्वितीयस्य चतुर्थस्य च पादस्य अक्षरसंख्या समाना वर्तते, तत् अर्धसमवृत्तमिति उच्यते। यथा - पुष्पिताग्रा, वियोगिनी चेत्यादीनि। पुष्पिताग्राच्छन्दसि प्रथमे तृतीये च पादे द्वादश अक्षराणि तथा द्वितीये चतुर्थे च पादे त्रयोदश अक्षराणि वर्तन्ते। अतः तत् छन्दः अर्धसमवृत्तमिति कथ्यते। यथा -

'तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुः
विटपविषक्तजलार्द्रवल्कलेषु।
पतति परिणतारुणप्रकाशः
शलभसमूह इवाश्रमद्रुमेषु।।' इति।

यस्य वृत्तस्य पादचतुष्टये गुरुलघुक्रमेण समानसंख्यकाक्षराणि न सन्ति, तत् विषमवृत्तमिति उच्यते। यथा -

'विललास गोपरमणीषु
तरणितनयाप्रभोद्‌गता।
कृष्णनयनचकोरयुगे
दधती सुधांशुकिरणोर्मिविभ्रमम्।।' इति।

अस्मिन् उद्गताच्छन्दसि चत्वारः पादाः एव भिन्नभिन्नाक्षरविशिष्टाः भवन्ति। आचार्यगङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे वृत्तभेदानां लक्षणं कृतम् -

'समं समचतुष्पादं भवत्यर्धसमं पुनः।।
आदिस्तृतीयवद् यस्य पादस्तुर्यो द्वितीयवत्।
भिन्नचिह्नचतुष्पादं विषमं परिकीर्तितम्।।' इति।

****

◗ **অক্ষর ➡**

'ন ক্ষরতি' এই বিগ্রহে ক্ষর্-ধাতুর উত্তর অচ্-প্রত্যয়ে ক্ষর-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'ন ক্ষরম্ - অক্ষরম্', নঞ্‌তৎপুরুষসমাস। অক্ষর-শব্দের যদিও অনেক অর্থ আছে, তবুও এখানে অক্ষর-শব্দের দ্বারা স্বরকে বোঝানো হয়েছে। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে অক্ষর-শব্দের লক্ষণ করেছেন -

'সব্যঞ্জনঃ সানুস্বারঃ শুদ্ধো বাপি স্বরোঽক্ষরম্'।

অর্থাৎ ব্যঞ্জনযুক্ত, অনুস্বারযুক্ত অথবা শুদ্ধ স্বরকে অক্ষর বলে। অন্যত্র বলা হয়েছে - বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তারই নাম অক্ষর। অক্ষর-পদের দ্বারা কেবল স্বরকে এখানে বুঝতে হবে। যথা -

'প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা।।'

এখানে 'দুর্গা' এই শব্দের মধ্যে 'দ্, উ, র্, গ্, আ' - এই পাঁচটি বর্ণ আছে। তাদের মধ্যে অক্ষর বা স্বর হল দুটি - ' উ, আ'।

****

অক্ষরম্ ➠

"ন ক্ষরতি" ইতি বিগ্রহে ক্ষর্-ধাতোঃ উত্তরম্ অচ্-প্রত্যয়েন ক্ষর-শব্দঃ নিষ্পদ্যতে। 'ন ক্ষরম্ - অক্ষরম্, নঞ্তৎপুরুষসমাসঃ"। অক্ষর-শব্দস্য যদ্যপি বহবঃ অর্থাঃ বিদ্যন্তে তথাপি অত্র অক্ষর-শব্দেন স্বর এব জ্ঞাতব্যঃ। আচার্য-গঙ্গাদাসেন ছন্দোমঞ্জরী ইতি গ্রন্থে অক্ষরস্য লক্ষণং কৃতম্ -

'সব্যঞ্জনঃ সানুস্বারঃ শুদ্ধো বাপি স্বরোঽক্ষরম্'।

অর্থাদ্ ব্যঞ্জনযুক্তঃ, অনুস্বারযুক্তঃ অথবা শুদ্ধঃ স্বরঃ এব অক্ষরমিতি কথ্যতে। অক্ষর-পদেন কেবলং স্বরবর্ণঃ এব বোধব্যঃ।

যথা - **'প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।**
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা।।'

অত্র দুর্গা ইতি শব্দস্য মধ্যে 'দ্, উ, র্, গ্, আ' ইতি পঞ্চ বর্ণাঃ সন্তি। তেষু অক্ষরং স্বরঃ বা হি - 'উ, আ' ইতি দ্বয়মেব বর্ততে। অত এব অক্ষর-পদেন কেবলং স্বর এব বুধ্যতে, ন তু ব্যঞ্জনম্।

****

গণ ➠ আচার্য গঙ্গাদাস দশটি সাঙ্কেতিক অক্ষরের দ্বারা ছন্দোনির্ণয়ের পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় -

'ম্যরস্তজভ্নগৈর্লান্তৈরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।
সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা।।'

অর্থাৎ বিষ্ণু যেমন ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করে রয়েছেন তেমন ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ এবং ল - এই দশটি অক্ষরের দ্বারা সমস্ত বৃত্ত ছন্দ পরিব্যাপ্ত হয়েছে। উল্লিখিত দশটি অক্ষরই ছন্দঃশাস্ত্রে দশটি 'গণ' নামে পরিচিত। **দশটি গণের মধ্যে 'গ' এবং 'ল' বাদে অবশিষ্ট আটটি গণ তিন-অক্ষরবিশিষ্ট, 'গ' এবং 'ল' একটি অক্ষরের দ্বারা গঠিত।** পদ্যে বা শ্লোকে লঘু এবং গুরু বর্ণের অবস্থানভেদে গণের এই ভিন্নতা। **লঘু বর্ণ বা অক্ষরকে 'U' এই চিহ্নের দ্বারা এবং গুরু অক্ষরকে '-' এই চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ** করা হয়। গণের স্বরূপ প্রসঙ্গে আচার্য গঙ্গাদাস বলেছেন -

'মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো
ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ।।
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।'

১) মগণ - তিনটি বর্ণ গুরু - শ্রীদুর্গা।
২) নগণ - তিনটি বর্ণ লঘু - ভবতি।
৩) ভগণ - আদি বর্ণ গুরু এবং অন্য বর্ণ লঘু - সংহর।
৪) যগণ - আদি বর্ণ লঘু এবং অন্য বর্ণ গুরু - মহেশঃ।
৫) জগণ - মধ্য বর্ণ গুরু এবং অন্য বর্ণ লঘু - শিবায়।
৬) রগণ - মধ্য বর্ণ লঘু এবং অন্য বর্ণ গুরু - চন্দ্রমাঃ।
৭) সগণ - অন্তবর্ণ গুরু এবং বাকী বর্ণ লঘু - যমুনা।
৮) তগণ - অন্তবর্ণ লঘু এবং বাকী বর্ণ গুরু - জীবন্তি।
৯) গ-গণ - একটি গুরু বর্ণ - শ্রীঃ।
১০) ল-গণ - একটি লঘু বর্ণ - হি।

ছন্দোনির্ণয় করার জন্য প্রথমে শ্লোকের প্রতিটি চরণে যতগুলি বর্ণ আছে, সেগুলিকে তিন তিন বর্ণে ভাগ করে শেষে যদি দুটি বা একটি বর্ণ থাকে, তাহলে তাদের একটি করে পৃথক্‌ভাবে ধরতে হবে। তারপর তাদের মাথায় লঘুগুরুর চিহ্ন দিতে হবে। যথা -

'অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব' (পাদান্ত গুরু)।

প্রস্তুত শ্লোকপাদে 'ত-ত-জ-গ-গ' গণ থাকায় ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ (**'স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ'**) হয়েছে।

****

❖ **গণঃ -**

আচার্যগঙ্গাদাসেন সর্বাণি বৃত্তচ্ছন্দাংসি দশসাঙ্কেতিকাক্ষরৈঃ নির্দেশিতানি। তদুক্তম্ আচার্যগঙ্গাদাসেন 'ছন্দোমঞ্জরী' ইতি গ্রন্থে -

'ম্যরস্তজভ্নগৈর্লান্তৈরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।
সমস্তং বাঙ্‌ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা।।' ইতি।

অর্থাৎ বিষ্ণুনা যথা ত্রিভুবনং পরিব্যাপ্তং তথৈব ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, চ - চেতি দশাক্ষরৈঃ সর্বাণি বৃত্তচ্ছন্দাংসি পরিব্যাপ্তানি। উল্লিখিতানি দশ অক্ষরাণি ছন্দঃশাস্ত্রে দশ গণাঃ ইতি নাম্না পরিচিতাঃ। দশগণেষু গ, ল চেতি দ্বয়ং বিহায় অবশিষ্টাঃ অষ্টৌ গণাঃ ত্র্যক্ষরবিশিষ্টাঃ। কেবলং গ-গণঃ ল-গণঃ চেতি একাক্ষরবিশিষ্টঃ ভবতি। পদ্যে শ্লোকে বা লঘু-গুরুবর্ণানাম্ অবস্থানভেদাদ্ গণস্য ভিন্নতা পরিলক্ষ্যতে। লঘুবর্ণঃ **'U'** ইতি চিহ্নেন তথা গুরুবর্ণঃ **'-'** ইতি চিহ্নেন নির্দেশিতঃ। আচার্যগঙ্গাদাসেন 'ছন্দোমঞ্জরী' ইতি গ্রন্থে গণস্য লক্ষণং কৃতম্ -

'মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ।।
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।' ইতি।

গণানামুদাহরণম্ -

১) মগণঃ - ত্রয়ঃ গুরুবর্ণাঃ - শ্রীদুর্গা।
২) নগণঃ - ত্রয়ঃ লঘুবর্ণাঃ - ভবতি।
৩) ভগণঃ - আদিবর্ণঃ গুরুঃ, অবশিষ্টৌ বর্ণৌ লঘূ - সংহর।
৪) যগণঃ - আদিবর্ণঃ লঘুঃ, অবশিষ্টৌ বর্ণৌ গুরূ - মহেশঃ।
৫) জগণঃ - মধ্যবর্ণঃ গুরুঃ, আদ্যন্তবর্ণৌ চ লঘূ - শিবায়।
৬) রগণঃ - মধ্যবর্ণঃ লঘুঃ, আদ্যন্তবর্ণৌ চ গুরূ - চন্দ্রমাঃ।
৭) সগণঃ - অন্তবর্ণঃ গুরুঃ, অবশিষ্টৌ বর্ণৌ লঘূ - যমুনা।
৮) তগণঃ - অন্তবর্ণঃ লঘুঃ, অবশিষ্টৌ বর্ণৌ গুরূ - জীবন্তি।
৯) গ-গণঃ - একঃ বর্ণঃ গুরুঃ - শ্রীঃ।
১০) ল-গণঃ - একঃ বর্ণঃ লঘুঃ - হি।

ছন্দোনির্ণয়ার্থং প্রথমে শ্লোকস্য প্রতিচরণং যে বর্ণাঃ সন্তি, তে আদিতঃ ত্রিবর্ণৈঃ বিভজ্যন্তে। ততঃ অবশিষ্টং বর্ণদ্বয়ম্ একৈকশঃ বিভজ্যতে। যদি একঃ বর্ণঃ স্যাত্ তর্হি একঃ এব শিষ্যতে। ততশ্চ তেষাং বর্ণানাং মস্তকোপরি লঘুগুরুচিহ্নং প্রদাতব্যম্। যথা -

'অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব' (পাদান্তঃ গুরুঃ)।

প্রস্তুতশ্লোকপাদে ত, ত, জ। গ, গ চেতি গণানাং বিদ্যমানত্বাদ্ ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দঃ জায়তে। তদুক্তং তস্য লক্ষণম্ -

'স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ'। ইতি।

****

❖ **লঘু-গুরু-নির্ণয়** - ছন্দোনির্ণয় করতে গেলে সবার আগে লঘু ও গুরু বর্ণের জ্ঞান আবশ্যক। সাধারণতঃ লঘু বর্ণ বা অক্ষরকে **'U'** এই চিহ্নের দ্বারা এবং গুরু অক্ষরকে **'-'** এই চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হয়। বর্ণের মাথায় লঘু-গুরুর চিহ্ন দিতে

হবে। লঘু-গুরু-নির্ণয় করতে না পারলে সংস্কৃতে ছন্দোনির্ণয় করা অসম্ভব। বর্ণের লঘু ও গুরু নির্ণয়প্রসঙ্গে গঙ্গাদাস বলেছেন -

'সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা।।'

অর্থাৎ অনুস্বারযুক্ত বর্ণ, দীর্ঘস্বরযুক্ত বর্ণ, বিসর্গযুক্ত বর্ণ, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ এবং পাদান্তস্থিত বর্ণ বিকল্পে গুরু হয়। যথা -

১) সানুস্বারশ্চ - অনুস্বারযুক্ত বর্ণ গুরু হয়। যথা - তম্, তং।

২) দীর্ঘশ্চ - দীর্ঘস্বরযুক্ত বর্ণ (আ, ঈ, ঊ, ঋৠ, এ, ঐ, ও, ঔ) গুরু হয়। যথা - সা, কালী।

৩) বিসর্গী -বিসর্গযুক্ত বর্ণ গুরু হয়। যথা - সঃ।

৪) বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ - সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ গুরু হয়। যথা - দক্ষঃ (ক্ + ষ - ক্ষ)

৫) পাদান্তগোঽপি বা - পাদান্তস্থিত বর্ণ বিকল্পে গুরু হয়। যথা - 'অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব' - এখানে পাদের অন্তবর্ণ লঘু হলেও ছন্দের লক্ষণ অনুরোধে বিকল্পে গুরু হয়েছে।

এছাড়া, বাকী সমস্ত বর্ণ **লঘু (অ, ই, উ, ঋ)** হয়।

****

❖ **লঘুগুরুনির্ণয়:** -

ছন্দোনির্ণয়ার্থম্ আদৌ লঘু-গুরুবর্ণস্য জ্ঞানম্ আবশ্যকম্। সাধারণত: লঘুবর্ণ: 'U' ইতি চিহ্নেন তথা গুরুবর্ণ: '-' ইতি চিহ্নেন নির্দেশিত:। বর্ণানাং মস্তকোপরি লঘুগুরুচিহ্নং প্রদাতব্যম্। লঘুগুরুনির্ণয়াভাবে সংস্কৃতে ছন্দোনির্ণয়: অসম্ভব:। বর্ণস্য লঘুগুরুনির্ণয়প্রসঙ্গে আচার্যগঙ্গাদাসেন 'ছন্দোমঞ্জরী' ইতি গ্রন্থে লক্ষণং কৃতম্ -

'সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণ: সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা।।' ইতি।

অর্থাৎ অনুস্বারযুক্ত: বর্ণ:, দীর্ঘস্বরযুক্ত: বর্ণ:, বিসর্গযুক্তবর্ণ:, সংযুক্তবর্ণস্য পূর্ববর্ণ: তথা পাদান্তস্থিত: বর্ণ: বিকল্পেন গুরু: ভবতি। যথা -

১) অনুস্বারযুক্ত: বর্ণ: গুরু: ভবতি। যথা - তং, তম্।

২) দীর্ঘস্বরযুক্ত: বর্ণ: গুরু: ভবতি। যথা - সা, কালী।

৩) বিসর্গযুক্তবর্ণ: গুরু: ভবতি। যথা - স:, ক:।

৪) সংযুক্তবর্ণস্য পূর্ববর্ণ: গুরু: ভবতি। যথা - দক্ষ: (ক্ +ষ = ক্ষ)।

৫) পাদান্তস্থিত: বর্ণ: বিকল্পেন গুরু: ভবতি। যথা - 'অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব' - অত্র পাদস্য অন্তবর্ণ: যদ্যপি লঘু: ভবতি তথাপি ছন্দস: লক্ষণানুসারং বিকল্পেন গুরু: জায়তে।

এতানি বিহায় সর্বে বর্ণা: লঘুবর্ণা: ভবন্তি। তেন অ, ই, উ, ঋ চেতি চত্বার: হি লঘুবর্ণা: ভবন্তি। যথা - **অযম্, হি, মধু, ঋতম্।**

****

❖ **যতি** - কোন একটি শ্লোককে এক নিঃশ্বাসে পড়া সম্ভব নয়, তার জন্য জিহ্বার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, শ্লোকপাঠের মধ্যে সুরমাধুর্য সৃষ্টির জন্যও বিরতির প্রয়োজন হয়। জিহ্বার এই ঈপ্সিত বিশ্রাম স্থানগুলিকে ছন্দঃশাস্ত্রে 'যতি' বলা হয়। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে যতির লক্ষণ করেছেন -

'যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া।।'

অর্থাৎ কবিগণ পদ্যপাঠের সময় জিহ্বার ঈপ্সিত বিশ্রামের স্থানকে যতি বলে থাকেন। এই যতিকে বিচ্ছেদ, বিরাম, ছিদ, ভিদ, বিরতি প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়।

একাদশাক্ষরবিশিষ্ট শালিনী ছন্দের লক্ষণ হল -

'মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ'।

ছন্দের লক্ষণে 'বেদলোকৈঃ' - এই পদটির দ্বারা যতির কথা বলা হয়েছে। 'বেদ' হচ্ছে চারটি আর 'লোক' হচ্ছে সাতটি। সুতরাং শালিনী ছন্দের উদাহরণে প্রথম চতুর্থ অক্ষরে ও তার পরবর্তী সপ্তম অক্ষরে যতি হবে। যেমন -

'সা নিন্দন্তী *স্বানি ভাগ্যানি বালা*'

উদ্ধৃত শ্লোকপাদে '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

ছন্দের লক্ষণে যে বিশেষ পদের প্রয়োগের দ্বারা বিশেষ সংখ্যা নির্দেশের মাধ্যমে যতি নির্দিষ্ট হয়, তার একটি তালিকা প্রদত্ত হল -

	ছন্দোলক্ষণে ব্যবহৃত শব্দ	অক্ষরসংখ্যা
১)	নেত্র	৩
২)	বেদ, সমুদ্র, অম্বুধি, অব্ধি	৪
৩)	বাণ	৫
৪)	ঋতু, রস, রিপু	৬
৫)	অশ্ব, লোক, মুনি, নগ	৭
৬)	বসু, সর্প, ভোগী, নাগ	৮
৭)	গ্রহ	৯
৮)	দিক্, আশা	১০
৯)	রুদ্র	১১
১০)	সূর্য, আদিত্য	১২

* যে সমস্ত ছন্দের লক্ষণের মধ্যে যতির স্থান নির্দেশ করা নেই, সে সমস্ত ছন্দের পাদান্তে যতি বুঝতে হবে।

****

❖ **যতিঃ** -

কশ্চন শ্লোকঃ একনিঃশ্বাসেন কেনাপি পঠিতুং ন শক্যতে। তস্মাত্ জিহ্বায়াঃ বিশ্রামস্য প্রয়োজনং বর্ততে। অপি চ, শ্লোকপাঠে সুরমাধুর্যসৃষ্টিনিমিত্তমপি বিরতেঃ প্রয়োজনম্ অস্তি। জিহ্বায়াঃ ঈপ্সিতং বিশ্রামস্থানমেব ছন্দঃশাস্ত্রে যতিঃ ইতি কথ্যতে। আচার্যগঙ্গাদাসেন 'ছন্দোমঞ্জরী' ইতি গ্রন্থে যতেঃ লক্ষণং কৃতম্ -

'যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া।।' ইতি।

অর্থাত্ কবিগণঃ পদ্যপাঠস্য সময়ে জিহ্বায়াঃ ঈপ্সিতবিশ্রামস্থানমেব যতিরিতি কথয়তি। এষা যতিঃ বিচ্ছেদঃ, বিরামঃ, ছিদঃ, ভিদঃ, বিরতিঃ চেত্যাদিনামভিঃ অপি অভিহিতা ভবতি।

একাদশাক্ষরবিশিষ্টস্য শালিনীচ্ছন্দসঃ লক্ষণং হি -

'মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ' ইতি।

প্রোক্তস্য ছন্দসঃ লক্ষণে **'বেদলোকৈঃ'** ইতি পদেন বেদ-পদেন চত্বারঃ, লোক-পদেন চ সপ্ত সংখ্যাঃ বুধ্যন্তে। অতঃ অস্য ছন্দসঃ শ্লোকপাদে আদৌ চতুর্থবর্ণাত্ পরং ততশ্চ সপ্তমবর্ণাত্ পরং যতিঃ ভবেত্। প্রস্তুতস্য ছন্দসঃ উদাহরণং যথা -

'নৈবেদানীং * দুঃখিতাশ্চক্রবাকাঃ*
নৈবাপ্যন্যে* স্ত্রীবিশেষৈর্বিযুক্তাঃ*।
ধন্যা সা স্ত্রী *যাং তথা বেত্তি ভর্ত্তা*
ভর্তৃস্নেহাত্* সা হি দগ্ধাপ্যদগ্ধা*।।' ইতি।

উদ্ধৃতশ্লোকপাদে '*' ইতি চিহ্নেন যতিনির্দেশঃ বিহিতঃ।

छन्दसः लक्षणे येषां विशेषपदानां प्रयोगैः विशेषसंख्यानिर्देशेन यतिः निर्दिष्टा भवति, तस्य चित्रमेकं प्रदीयते -

छन्दोलक्षणे व्यवहृतानि पदानि		अक्षरसंख्या
१)	नेत्रम्	३
२)	वेदः, समुद्रः, अम्बुधिः, अब्धिः	४
३)	वाणः	५
४)	ऋतुः, रसः, रिपुः	६
५)	अश्वः, लोकः, मुनिः, नगः	७
६)	वसुः, सर्पः, भोगी, नागः	८
७)	ग्रहः	९
८)	दिक्, आशा	१०
९)	रुद्रः	११
१०)	सूर्यः, आदित्यः	१२

*येषां छन्दसां लक्षणे यतेः निर्देशकानि पदानि न उल्लिख्यन्ते, तत्र पादान्ते यतिः स्याद् इति ज्ञातव्यम्।

****

◗ পাঠ্যানুসারে ছন্দঃসমূহের পরিচয় ➠

(इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजातिः, शालिनी, भुजङ्गप्रयातम्, वंशस्थविलम्, मालिनी, प्रहर्षिणी, रुचिरा, शिखरिणी, वसन्ततिलकम्, मन्दाक्रान्ता, शार्दूलविक्रीड़ितम्, स्रग्धरा)।

● ইন্দ্রবজ্রা (इन्द्रवज्रा) (১১)

একাদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল ইন্দ্রবজ্রা। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'ত, ত, জ, গ, গ' - এই গণগুলি থাকে, তাকে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

ত | ত | জ | গ | গ

'অর্থো হি | কন্যা প | রকীয় | এ | ব * (পাদান্ত গুরু)

তামদ্য সম্প্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।

জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং

প্রত্যর্পিতন্যাসো ইবান্তরাত্মা।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'ত, ত, জ, গ, গ' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে রচিত হয়েছে। এখানে পাদান্ত যতি হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

एकादशाक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्दः हि इन्द्रवज्रा। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे इन्द्रवज्राच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः' इति।

अर्थात् यस्य समवृत्तच्छन्दसः श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं त, त, ज, ग, ग चेति गणाः सन्ति, तत् पादम् एव इन्द्रवज्राच्छन्दसा रचितं भवति। प्रस्तुतस्य छन्दसः उदाहरणं यथा -

त | त | ज | ग | ग

'अर्थो हि | कन्या प | रकीय | ए | व * (पादान्तः गुरुः)

तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः।

जातो ममायं विशदः प्रकामं

प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं त, त, ज, ग, ग चेति गणा: सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् इन्द्रवज्राच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र पादान्तयति: जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देश: विहित:।

● উপেন্দ্রবজ্রা (उपेन्द्रवज्रा) (১১) -

একাদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল উপেন্দ্রবজ্রা। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা'

অর্থাৎ ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের প্রথম অক্ষর লঘু হলে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়। ক্রমান্বয়ে 'ত, ত, জ, গ, গ' - এই পাঁচটি গণের উপস্থিতিতে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়। এই ছন্দের প্রথম অক্ষর লঘু হলে প্রথম গণ 'ত' এর স্থানে 'জ'-গণ হবে। অত এব যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'জ , ত, জ, গ, গ' - এই গণগুলি থাকে, তাকে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'উপেত্য নাগেন্দ্রতুরঙ্গতীর্ণে
তমারুণিং দারুণকর্মদক্ষম্।
বিকীর্ণবাণোগ্রতরঙ্গভঙ্গে
মহার্ণবাভে যুধি নাশয়ামি।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদে যথাক্রমে 'জ, ত, জ, গ, গ' - এই গণ বিদ্যমান থাকায় এটি উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দে রচিত হয়েছে। এখানে পাদান্ত যতি হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

एकादशाक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्द: हि उपेन्द्रवज्रा। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे उपेन्द्रवज्राच्छन्दस: लक्षणं कृतम् -

'उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ सा' इति।

अर्थात् इन्द्रवज्राच्छन्दस: प्रथम: अक्षर: यदि लघु: भवति तर्हि उपेन्द्रवज्रा छन्द: भवति। क्रमान्वयेन त, त, ज, ग, ग चेति गणानाम् उपस्थितौ इन्द्रवज्राच्छन्द: जायते। अस्य छन्दस: प्रथमस्य अक्षरस्य लघुत्वे प्रथम: गण: 'त' इत्यस्य स्थाने 'ज' इति गण: भवति। अत एव यस्य समवृत्तच्छन्दस: श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं ज, त, ज, ग, ग चेति गणा: सन्ति, तत् पादम् एव उपेन्द्रवज्राच्छन्दसा रचितं भवति। प्रस्तुतस्य छन्दस: उदाहरणं यथा -

u	ज ¯		¯	त ¯	u	u	ज ¯	u	ग ¯	ग ¯
उ	पे	त्य |	ना	गे	न्द्र |	तु	र	ङ्ग |	ती |	र्णे*

तमारुणिं दारुणकर्मदक्षम्।
विकीर्णवाणोग्रतरङ्गभङ्गे
महार्णवाभे युधि नाशयामि।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं ज, त, ज, ग, ग चेति गणा: सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् उपेन्द्रवज्राच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र पादान्तयति: जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देश: विहित:।

● উপজাতি (उपजाति:) (১১) -

একাদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল উপজাতি। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

**'অনন্তরোদীরিতো লক্ষ্মভাজৌ
পাদৌ যদীয়াবুপজাতয়স্তাঃ।'**

অর্থাৎ যে শ্লোকের পাদগুলি ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণযুক্ত হয়, তখন তাকে উপজাতি ছন্দ বলে। ক্রমান্বয়ে 'ত, ত, জ, গ, গ' - এই পাঁচটি গণের উপস্থিতিতে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ এবং 'জ, ত, জ, গ, গ' - এই পাঁচটি গণের উপস্থিতিতে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়। এই দুই ছন্দের মিশ্রণে উপজাতি ছন্দ হয়। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে
**জায়া প্রতিগ্রাহিতগন্ধমাল্যম্।
বনায় পীতপ্রতিবন্ধবৎসাং
যশোধনো ধেনুমৃষের্মুমোচ।।'**

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদে দ্বিতীয় পাদে যথাক্রমে 'ত, ত, জ, গ, গ' - এই গণ বিদ্যমান থাকায় ইন্দ্রবজ্রা এবং প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে 'জ, ত, জ, গ, গ' - এই গণ বিদ্যমান থাকায় উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়েছে। এই উভয়ের সংমিশ্রণে উপর্যুক্ত শ্লোকটি উপজাতি ছন্দে রচিত হয়েছে। এখানে পাদান্ত যতি হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকে '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

एकादशाक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्द: हि उपजाति:। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे उपजातिच्छन्दस: लक्षणं कृतम् -

'अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ
पादौ यदीयावुपजातयस्ता:' इति।

अर्थात् यस्य श्लोकस्य पादा: इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवज्राच्छन्दस: लक्षणयुक्ता:, तदा तत् उपजातिच्छन्द: कथ्यते। क्रमान्वयेन त, त, ज, ग, ग चेति गणानाम् उपस्थितौ इन्द्रवज्राच्छन्द:, तथा क्रमान्वयेन ज, त, ज, ग, ग चेति गणानाम् उपस्थितौ उपेन्द्रवज्राच्छन्द: जायते। एतयो: द्वयो: मिश्रणे उपजातिच्छन्द: भवति। प्रस्तुतस्य छन्दस: उदाहरणं यथा -

'अथ प्रजानामधिप: प्रभाते
जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यम्।
वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां
यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच।।' इति।

अत एव उपर्युक्ते श्लोकपादे द्वितीयपादे यथाक्रमं त, त, ज, ग, ग चेति गणानाम् उपस्थितौ इन्द्रवज्राच्छन्द: जायते तथा प्रथमे, तृतीये चतुर्थे च पादे यथाक्रमं ज, त, ज, ग, ग चेति गणानाम् उपस्थितौ उपेन्द्रवज्राच्छन्द: जायते। उभयो: संमिश्रणे प्रस्तुत: श्लोक: उपजातिच्छन्दसा रचित: भवति। अत्र पादान्तयति: जायते। उद्धृतश्लोके '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देश: विहित:।

● **শালিনী** (শালিনী) (১১) -

একাদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল শালিনী। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'ম, ত, ত, গ, গ' - এই গণগুলি থাকে, তাকে শালিনী ছন্দ বলে। ছন্দের লক্ষণে 'বেদলোকৈঃ' পদের দ্বারা 'বেদ' সংখ্যায় চার এবং 'লোক' সংখ্যায় সাত। সুতরাং এই ছন্দের প্রতিপাদে প্রথমে চতুর্থবর্ণের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর যতি হবে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'নৈবেদানীং দুঃখিতাশ্চক্রবাকাঃ
নৈবাপ্যন্যে স্ত্রীবিশেষৈর্বিযুক্তাঃ।
ধন্যা সা স্ত্রী যাং তথা বেত্তি ভর্ত্তা
ভর্ত্তৃস্নেহাৎ সা হি দগ্ধাপ্যদগ্ধা।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'ম, ত, ত, গ, গ' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি শালিনী ছন্দে রচিত হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে প্রথমে চতুর্থবর্ণের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর যতি হয়েছে। '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

एकादशाक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्द: हि शालिनी। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे शालिनीच्छन्दस: लक्षणं कृतम् -

'मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकै:' इति।

अर्थात् यस्य समवृत्तच्छन्दस: श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं म, त, त, ग, ग चेति गणा: सन्ति, तत् पादम् एव शालिनीच्छन्दसा रचितं भवति। छन्दस: लक्षणे **'वेदलोकै:'** इति पदेन वेद-पदेन चत्वार:, लोक-पदेन च सप्त संख्या: बुध्यन्ते। अत: अस्य छन्दस: श्लोकपादे आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यति: भवेत्। प्रस्तुतस्य छन्दस: उदाहरणं यथा -

म त u ग u ग ग
'नै वे दा | नीं* दु: खि | ता श्च क्र | वा | का:*
नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ता:।
धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्त्ता
भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं म, त, त, ग, ग चेति गणा: सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् शालिनीच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यति: जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देश: विहित:।

● **ভুজঙ্গপ্রয়াত (भुजङ्गप्रयातम्) (১২) -**

দ্বাদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল ভুজঙ্গপ্রয়াত। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'ভুজঙ্গপ্রয়াতং চতুর্ভির্যকারৈঃ'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'য, য, য, য' - এই গণগুলি থাকে, তাকে ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ বলে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'সদারাত্মজজ্ঞাতিভৃত্যো বিহায় (পাদান্ত গুরু)
সমেতং হ্রদং জীবনং লিপ্সমানঃ।
ময়া ক্লেশিতং কালিয়েত্থং কুরু ত্বং
ভুজঙ্গ! প্রয়াতং দ্রুতং সাগরায়।।' (পাদান্ত গুরু)

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'য, য, য, য' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে রচিত হয়েছে। এখানে পাদান্ত যতি হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

द्वादशाक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्द: हि भुजङ्गप्रयातम्। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे भुजङ्गप्रयातच्छन्दस: लक्षणं कृतम् -

'भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारै:' इति।

अर्थात् यस्य समवृत्तच्छन्दस: श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं 'य, य, य, य' चेति गणा: सन्ति, तत् पादम् एव भुजङ्गप्रयातच्छन्दसा रचितं भवति। प्रस्तुतस्य छन्दस: उदाहरणं यथा -

'स दा रा | त्म ज ज्ञा | ति भृ त्यो | वि हा य* (पादान्त: गुरु:)
समेतं ह्रदं जीवनं लिप्समान:।
मया क्लेशित: कालियेत्थं कुरु त्वं
भुजङ्ग! प्रयातं द्रुतं सागराय।।' (पादान्त: गुरु:) इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं य, य, य, य चेति गणा: सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् भुजङ्गप्रयातच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र पादान्तयति: जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देश: विहित:।

● **বংশস্থবিল (वंशस्थविलम्) (১২) -**

দ্বাদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল বংশস্থবিল। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'জ, ত, জ, র' - এই গণগুলি থাকে, তাকে বংশস্থবিল ছন্দ বলে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষো
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'জ, ত, জ, র' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি বংশস্থবিল ছন্দে রচিত হয়েছে। এখানে পাদান্ত যতি হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

द्वादशाक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्द: हि वंशस्थविलम्। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे वंशस्थविलच्छन्दस: लक्षणं कृतम् -

'वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ' इति।

अर्थात् यस्य समवृत्तच्छन्दसः श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं 'ज, त, ज, र' चेति गणाः सन्ति, तत् पादम् एव वंशस्थविलच्छन्दसा रचितं भवति। प्रस्तुतस्य छन्दसः उदाहरणं यथा -

क्रि या सु | यु क्तै र्नृ | प चा र | च क्षु षो*

न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः।

अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा

हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं 'ज, त, ज, र' चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् वंशस्थविलच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र पादान्तयतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः।

● **মালিনী (मालिनी) (১৫)** -

পঞ্চদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল মালিনী। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'ন-ন-ম-য-য-যুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'ন, ন, ম, য, য' - এই গণগুলি থাকে, তাকে মালিনী ছন্দ বলে। ছন্দের লক্ষণে 'ভোগিলোকৈঃ' পদের দ্বারা 'ভোগী' (নাগ) সংখ্যায় আট এবং 'লোক' (ভুবন) সংখ্যায় সাত। সুতরাং এই ছন্দের প্রতিপাদে প্রথমে অষ্টমবর্ণের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর যতি হবে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং

মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী

কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'ন, ন, ম, য, য' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি মালিনী ছন্দে রচিত হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে প্রথমে অষ্টমবর্ণের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর যতি হয়েছে। '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

पञ्चदशाक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्दः हि मालिनी। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे मालिनीच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकैः' इति।

अर्थात् यस्य समवृत्तच्छन्दसः श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं न, न, म, य, य चेति गणाः सन्ति, तत् पादम् एव मालिनीच्छन्दसा रचितं भवति। छन्दसः लक्षणे **'भोगिलोकैः'** इति पदेन भोगि-पदेन अष्टौ, लोक-पदेन च सप्त संख्याः बुध्यन्ते। अतः अस्य छन्दसः श्लोकपादे आदौ अष्टमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः भवेत्। प्रस्तुतस्य छन्दसः उदाहरणं यथा -

स र सि | ज म नु | वि द्धं *शै | व ले ना | पि र म्यं*

मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति।

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं न, न, म, य, य चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् मालिनीच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ अष्टमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः।

● **প্রহর্ষিণী (प्रहर्षिणी) (১৩)** -

ত্রয়োদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল প্রহর্ষিণী। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ম্'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'ম, ন, জ, র, গ' - এই গণগুলি থাকে, তাকে প্রহর্ষিণী ছন্দ বলে। ছন্দের লক্ষণে

'ত্র্যাশাভিঃ' পদের দ্বারা 'ত্রি' সংখ্যায় তিন এবং 'আশা' (দিক্) সংখ্যায় দশ। সুতরাং এই ছন্দের প্রতিপাদে প্রথমে তৃতীয়বর্ণের পর এবং তার পরবর্তী দশম বর্ণের পর যতি হবে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'এষ ত্বামভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী
শার্দূলঃ পশুমিব হন্মি চেষ্টমানম্।
আর্তানাং ভয়মপনেতুমাত্তধন্বা
দুষ্যন্তস্তব শরণং ভবত্বিদানীম্।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'ম, ন, জ, র, গ' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি প্রহর্ষিণী ছন্দে রচিত হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে প্রথমে তৃতীয়বর্ণের পর এবং তার পরবর্তী দশম বর্ণের পর যতি হয়েছে। '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশাক্ষরবিশিষ্টং সমবৃত্তচ্ছন্দ: হি প্রহর্ষিণী। আচার্য-গঙ্গাদাসেন 'ছন্দোমঞ্জরী' ইতি গ্রন্থে প্রহর্ষিণীচ্ছন্দস: লক্ষণং কৃতম্ -

'ত্র্যাশাভি: ম-ন-জ-র-গা: প্রহর্ষিণীয়ম্' ইতি।

অর্থাৎ যস্য সমবৃত্তচ্ছন্দস: শ্লোকস্য প্রত্যেকং পাদে যথাক্রমং ম, ন, জ, র, গ চেতি গণা: সন্তি, তৎ পাদম্ এব প্রহর্ষিণীচ্ছন্দসা রচিতং ভবতি। ছন্দস: লক্ষণে 'ত্র্যাশাভি:' ইতি পদেন ত্রি-পদেন ত্রিস্র:, আশা-পদেন চ দশ সংখ্যা: বুধ্যন্তে। অত: অস্য ছন্দস: শ্লোকপাদে আদৌ তৃতীযবর্ণাৎ পরং ততশ্চ দশমবর্ণাৎ পরং যতি: ভবেৎ। প্রস্তুতস্য ছন্দস: উদাহরণং যথা -

এ ষ ত্বা* | ম ভি ন | ব ক ণ্ঠ | শো ণি তা | র্থী*

শার্দূল: পশুমিব হন্মি চেষ্টমানম্।
আর্তানাং ভয়মপনেতুমাত্তধন্বা
দুষ্যন্তস্তব শরণং ভবত্বিদানীম্।।' ইতি।

উপর্যুক্তে শ্লোকপাদে যথাক্রমং ম, ন, জ, র, গ চেতি গণা: সন্তি। অত এব আলোচ্যশ্লোকপাদম্ প্রহর্ষিণীচ্ছন্দসা রচিতং ভবতি। অত্র আদৌ তৃতীযবর্ণাৎ পরং ততশ্চ দশমবর্ণাৎ পরং যতি: জায়তে। উদ্ধৃতশ্লোকপাদে '*' ইতি চিহ্নেন যতিনির্দেশ: বিহিত:।

● রুচিরা (রুচিরা) (১৩) -

ত্রয়োদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল রুচিরা। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'জ, ভ, স, জ, গ' - এই গণগুলি থাকে, তাকে রুচিরা ছন্দ বলে। ছন্দের লক্ষণে 'চতুর্গ্রহৈঃ' পদের দ্বারা 'চতুর্' সংখ্যায় চার এবং 'গ্রহ' সংখ্যায় নয়। সুতরাং এই ছন্দের প্রতিপাদে প্রথমে চতুর্থবর্ণের পর এবং তার পরবর্তী নবম বর্ণের পর যতি হবে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'জ, ভ, স, জ, গ' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি রুচিরা ছন্দে রচিত হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে প্রথমে চতুর্থবর্ণের পর এবং তার পরবর্তী নবম বর্ণের পর যতি হয়েছে। '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশাক্ষরবিশিষ্টং সমবৃত্তচ্ছন্দ: হি রুচিরা। আচার্য-গঙ্গাদাসেন 'ছন্দোমঞ্জরী' ইতি গ্রন্থে রুচিরাচ্ছন্দস: লক্ষণং কৃতম্ -

'জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈ:' ইতি।

অর্থাৎ যস্য সমবৃত্তচ্ছন্দস: শ্লোকস্য প্রত্যেকং পাদে যথাক্রমং জ, ভ, স, জ, গ চেতি গণা: সন্তি, তৎ পাদম্ এব রুচিরাচ্ছন্দসা রচিতং ভবতি। ছন্দস: লক্ষণে 'চতুর্গ্রহৈ:' ইতি পদেন চতুর্-পদেন চতস্র:, গ্রহ-পদেন চ নব সংখ্যা: বুধ্যন্তে। অত: অস্য ছন্দস:

श्लोकपादे आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च नवमवर्णात् परं यतिः भवेत्। प्रस्तुतस्य छन्दसः उदाहरणं यथा -

प्र व र्ते | ता* प्र कृ | ति हि ता | य पा र्थि | वः*

सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम्।

ममापि च क्षपयतु नीललोहितः

पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं ज, भ, स, ज, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् रुचिराच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च नवमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः।

● **শিখরিণী (शिखरिणी) (১৭) -**

সপ্তদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল শিখরিণী আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'রসৈ রুদ্রৈশ্চিন্না য-ম-ন-স-ভ-লা গঃ'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'য, ম, ন, স, ভ, ল, গ' - এই গণগুলি থাকে, তাকে শিখরিণী ছন্দ বলে। ছন্দের লক্ষণে **'রসৈ রুদ্রৈঃ'** পদের দ্বারা 'রস' সংখ্যায় ছয়এবং 'রুদ্র' সংখ্যায় এগার। সুতরাং এই ছন্দের প্রতিপাদে প্রথমে ষষ্ঠবর্ণের পর এবং তার পরবর্তী একাদশ বর্ণের পর যতি হবে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'খগা বাসোপেতাঃ সলিলমবগাঢ়ো মুনিজনঃ

প্রদীপ্তোঽগ্নির্ভাতি প্রবিচরতি ধূমো মুনিবনম্।

পরিভ্রষ্টো দূরাৎ রবিরপি চ সংক্ষিপ্তকিরণো

রথং ব্যাবর্ত্যাসৌ প্রবিশতি শনৈরস্তশিখরম্।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'য, ম, ন, স, ভ, ল, গ' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি শিখরিণী ছন্দে রচিত হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে প্রথমে ষষ্ঠ বর্ণের পর এবং তার পরবর্তী একাদশ বর্ণের পর যতি হয়েছে। '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

सप्तदशाक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्दः हि शिखरिणी। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे शिखरिणीच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'रसै रुद्रैच्छिन्ना य-म-न-स-भ-ला गः शिखरिणी' इति।

अर्थात् यस्य समवृत्तच्छन्दसः श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं य, म, न, स, भ, ल, ग चेति गणाः सन्ति, तत् पादम् एव शिखरिणीच्छन्दसा रचितं भवति। छन्दसः लक्षणे **'रसै रुद्रैः'** इति पदेन रसैरिति पदेन षट्, रुद्रैरिति पदेन च एकादश संख्याः बुध्यन्ते। अतः अस्य छन्दसः श्लोकपादे आदौ षष्ठवर्णात् परं ततश्च एकादशमवर्णात् परं यतिः भवेत्। प्रस्तुतस्य छन्दसः उदाहरणं यथा -

खँ गा वा | सो पे ताः | *स लि लँ | म व गा | ढ़ो मु नि | जँ | नः*

प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्।

परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि च संक्षिप्तकिरणो

रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनैरस्तशिखरम्।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं य, म, न, स, भ, ल, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् शिखरिणीच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ षष्ठवर्णात् परं ततश्च एकादशमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः।

● **বসন্ততিলক (वसन्ततिलकम्) (১৪) -**

চতুর্দশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল বসন্ততিলক। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'ত, ভ, জ, জ, গ, গ' - এই গণগুলি থাকে, তাকে বসন্ততিলক ছন্দ বলে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'পদ্মাবতী নরপতের্মহিষী ভবিত্রী
দৃষ্টা বিপত্তিরথ যৈঃ প্রথমং প্রদিষ্টা।
তৎপ্রত্যয়াৎ কৃতমিদং ন হি সিদ্ধবাক্য-
ন্যুৎক্রম্য গচ্ছতি বিধিঃ সুপরীক্ষিতানি।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'ত, ভ, জ, জ, গ, গ' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি বসন্ততিলক ছন্দে রচিত হয়েছে। এখানে পাদান্ত যতি হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

चतुर्दशाक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्द: हि वसन्ततिलकम्। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे वसन्ततिलकच्छन्दस: लक्षणं कृतम् -

'ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ ग:' इति।

अर्थात् यस्य समवृत्तच्छन्दस: श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं 'त, भ, ज, ज, ग' चेति गणा: सन्ति, तत् पादम् एव वसन्ततिलकच्छन्दसा रचितं भवति। प्रस्तुतस्य छन्दस: उदाहरणं यथा -

(त) (भ) (ज) (ज) (ग) (ग)
प द्मा व | ती न र | प ते र्म | हि षी भ | वि | त्री*

दृष्टा विपत्तिरथ यै: प्रथमं प्रदिष्टा।
तत्प्रत्ययात् कृतमिदं न हि सिद्धवाक्या-
न्युत्क्रम्य गच्छति विधि: सुपरीक्षितानि।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं 'त, भ, ज, ज, ग' चेति गणा: सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् वसन्ततिलकच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र पादान्तयति: जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देश: विहित:।

● **মন্দাক্রান্তা** (मन्दाक्रान्ता) (১৭) -

সপ্তদশাক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল মন্দাক্রান্তা। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈঃ মো ভনৌ তৌ গযুগ্মম্'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'ম, ভ, ন, ত, ত, গ, গ' - এই গণগুলি থাকে, তাকে মন্দাক্রান্তা ছন্দ বলে। ছন্দের লক্ষণে 'অম্বুধি-রস-নগৈঃ' পদের দ্বারা 'অম্বুধি' (সমুদ্র) সংখ্যায় চার, 'রস' সংখ্যায় ছয় এবং 'নগ' (পর্বত) সংখ্যায় সাত। সুতরাং এই ছন্দের প্রতিপাদে প্রথমে চতুর্থবর্ণের পর ও তার পরবর্তী ষষ্ঠ বর্ণের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর যতি হবে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারাৎ প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তং গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।। (পাদান্ত গুরু)

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'ম, ভ, ন, ত, ত, গ, গ' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে প্রথমে চতুর্থবর্ণের পর ও তার পরবর্তী ষষ্ঠ বর্ণের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর যতি হয়েছে। '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

सप्तदशाक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्द: हि मन्दाक्रान्ता। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे मन्दाक्रान्ताच्छन्दस: लक्षणं कृतम् -

'मन्दाक्रान्ताम्बुधि-रस-नगै: मो भनौ तौ ग-युग्मम्' इति।

अर्थात् यस्य समवृत्तच्छन्दस: श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं म, भ, न, त, त, ग, ग चेति गणा: सन्ति, तत् पादम् एव मन्दाक्रान्तीच्छन्दसा रचितं भवति। छन्दस: लक्षणे **'अम्बुधि-रस-नगै:'** इति पदेन अम्बुधि-पदेन चतस्र:, रस-पदेन च षट् तथा नग-पदेन सप्त संख्या: बुध्यन्ते। अत: अस्य छन्दस: श्लोकपादे आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च षष्ठवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यति: भवेत्। प्रस्तुतस्य छन्दस: उदाहरणं यथा -

क श्चित् का|न्ता* वि र|ह गु रु|णा* स्वा धि|का रात् प्र|म|त्तः*

शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः।

यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु

स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं म, भ, न, त, त, ग, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् मन्दाक्रान्ताच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च षष्ठवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः।

● **শার্দূলবিক্রীড়িত (शार्दूलविक्रीड़ितम्) (১৯) -**

ঊনবিংশত্যক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল শার্দূলবিক্রীড়িত। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'সূর্যাশ্বৈর্ম-স-জস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'ম, স, জ, স, ত, ত, গ' - এই গণগুলি থাকে, তাকে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ বলে। ছন্দের লক্ষণে '**সূর্যাশ্বৈঃ**' পদের দ্বারা 'সূর্য' সংখ্যায় বার এবং 'অশ্ব' (ঘোড়া) সংখ্যায় সাত। সুতরাং এই ছন্দের প্রতিপাদে প্রথমে দ্বাদশবর্ণের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর যতি হবে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'বিশ্রব্ধং হরিণাশ্চরন্ত্যচকিতা দেশাগতপ্রত্যয়া

বৃক্ষাঃ পুষ্পফলৈঃ সমৃদ্ধবিভবাঃ সর্বে দয়ারক্ষিতাঃ।

ভূয়িষ্ঠং কপিলানি গোকুলধনান্যক্ষেত্রবত্যো দিশো

নিঃসন্দিগ্ধমিদং তপোবনময়ং ধূমো হি বহ্বাশ্রয়ঃ।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'ম, স, জ, স, ত, ত, গ' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে প্রথমে দ্বাদশবর্ণের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর যতি হয়েছে। '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

ऊनविंशत्यक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्दः हि शार्दूलविक्रीड़ितम्। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे शार्दूलविक्रीड़ितच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'सूर्याश्वैः म-स-ज-स्त-ताः सगुरवः शार्दूलविक्रीड़ितम्' इति।

अर्थात् यस्य समवृत्तच्छन्दसः श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं म, स, ज, स, त, त, ग चेति गणाः सन्ति, तत् पादम् एव शार्दूलविक्रीड़ितच्छन्दसा रचितं भवति। छन्दसः लक्षणे '**सूर्याश्वैः**' इति पदेन सूर्य-पदेन द्वादश, अश्व-पदेन च सप्त संख्याः बुध्यन्ते। अतः अस्य छन्दसः श्लोकपादे आदौ द्वादशवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः भवेत्। प्रस्तुतस्य छन्दसः उदाहरणं यथा -

वि श्र ब्धं|ह रि णा|श्च र न्त्य|च कि ता*|दे शा ग|त प्र त्य|या*

वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविभवाः सर्वे दयारक्षिताः।

भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो

निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्व्याश्रयः।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं म, स, ज, स, त, त, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् शार्दूलविक्रीड़ितच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ द्वादशवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः।

● **স্রগ্ধরা (स्रग्धरा) (২১) -**

একবিংশত্যক্ষরবিশিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দ হল স্রগ্ধরা। আচার্য গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ করেছেন -

'ম্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্'

অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে 'ম, র, ভ, ন, য, য, য' - এই গণগুলি থাকে, তাকে স্রগ্ধরা ছন্দ বলে। ছন্দের লক্ষণে '**ত্রিমুনিযতিযুতা**' পদের দ্বারা 'মুনি' সংখ্যায় সাত। সুতরাং এই ছন্দের প্রতিপাদে প্রথমে সপ্তমবর্ণের পর ও তার পরবর্তী

সপ্তম বর্ণের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর যতি হবে। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ যথা -

'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী

যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।

যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ

প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।।'

অত এব উপর্যুক্ত শ্লোকপাদটি যথাক্রমে 'ম, র, ভ, ন, য, য, য' - এই গণবিশিষ্ট হওয়ায় এটি স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকপাদে প্রথমে সপ্তমবর্ণের পর ও তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম বর্ণের পর যতি হয়েছে। '*' এই চিহ্নের দ্বারা যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

एकविंशत्यक्षरविशिष्टं समवृत्तच्छन्द: हि स्रग्धरा। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे स्रग्धराच्छन्दस: लक्षणं कृतम् -

'म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्' इति।

अर्थात् यस्य समवृत्तच्छन्दस: श्लोकस्य प्रत्येकं पादे यथाक्रमं म, र, भ, न, य, य, य चेति गणा: सन्ति, तत् पादम् एव स्रग्धराच्छन्दसा रचितं भवति। छन्दस: लक्षणे **'त्रिमुनियतियुता'** इति पदेन मुनि-शब्देन सप्त संख्या: बुध्यन्ते। अत: अस्य छन्दस: श्लोकपादे आदौ सप्तमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यति: भवेत्। प्रस्तुतस्य छन्दस: उदाहरणं यथा -

'या सृ ष्टि: | स्र ष्टु रा | द्या* व ह | ति वि धि | हु तं* या | ह वि र्या | च हो त्री*

ये द्वे कालं विधत्त: श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।

यामाहु: सर्ववीजप्रकृतिरिति यया प्राणिन: प्राणवन्त:

प्रत्यक्षाभि: प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश:।।' इति।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं म, र, भ, न, य, य, य चेति गणा: सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् स्रग्धराच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ सप्तमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यति: जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देश: विहित:।

☐ **छन्दोमञ्जरीम् अनुसृत्य अधोलिखितानां चरणानां पादानां वा संस्कृतभाषया देवनागरीलिप्या च छन्दोनिर्णय: करणीय: -**

❖ **अर्थो हि कन्या परकीय एव**

उत्तरम् -

अ र्थो हि | क न्या प | र की य | ए | व* (पादान्त: गुरु:)।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं त, त, ज, ग, ग चेति गणा: सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् इन्द्रवज्राच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र पादान्तयति: जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देश: विहित:। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे इन्द्रवज्राच्छन्दस: लक्षणं कृतम् -

'स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ ग:' इति।

⇨ **इन्द्रवज्राच्छन्दस: अनुरूपा: पादा: -**

१) प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा।

२) स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ ग:।

३) जातो ममायं विशद: प्रकामम्।

४) भानु: सकृद् युक्ततरङ्ग एव।

५) षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एष:।

❖ **उपेत्य नागेन्द्रतुरङ्गतीर्णे**

उत्तरम् -

उ पे त्य | ना गे न्द्र | तु र ङ्ग | ती | र्णे*

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं ज, त, ज, ग, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् उपेन्द्रवज्राच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र पादान्तयतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे उपेन्द्रवज्राच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ सा' इति।

⇨ उपेन्द्रवज्राच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -

१) स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः।
२) उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ सा।
३) प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्द्रयित्वा।

❖ सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला

उत्तरम् -

सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं म, त, त, ग, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् शालिनीच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे शालिनीच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः' इति।

⇨ शालिनीच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -

१) उत्क्षिप्यैनां ज्योतिरेकं जगाम।
२) धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्त्ता।
३) भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा।
४) मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः।
५) नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ता।

❖ सदारात्मजज्ञातिभृत्यो विहाय।

उत्तरम् -

सदारात्मजज्ञातिभृत्यो विहाय (पादान्तः गुरुः)।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं य, य, य, य चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् भुजङ्गप्रयातच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र पादान्तयतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे भुजङ्गप्रयातच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः' इति।

⇨ भुजङ्गप्रयातच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -

१) भुजङ्ग! प्रयातं द्रुतं सागराय।
२) भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः।
३) अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि।
४) समेतं हृदं जीवनं लिप्समानः।

❖ स बाल आसीद् वपुषा चतुर्भुजः।

उत्तरम् -

स बाल आसीद् वपुषा चतुर्भुजः।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं 'ज, त, ज, र' चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् वंशस्थविलच्छन्दसा रचितं

भवति। अत्र पादान्तयतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे वंशस्थविलच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ' इति।

⇨ वंशस्थविलच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -

१) असंशयं सम्प्रति तेजसा रविः।
२) वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ।
३) हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः।
४) वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः।
५) श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्।

❖ सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम्

उत्तरम् -

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम् ।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं न, न, म, य, य चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् मालिनीच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ अष्टमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे मालिनीच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकैः' इति।

⇨ मालिनीच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -

१) किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्।
२) न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकैः।
३) न खलु न खलु वाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्।
४) तुरगखुरहतस्तथापि रेणुः।
५) शलभसमूह इवाश्रमद्रुमेषु।

❖ एष त्वामभिनवकण्ठशोणितार्थी।

उत्तरम् -

एष त्वामभिनवकण्ठशोणितार्थी।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं म, न, ज, र, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् प्रहर्षिणीच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ तृतीयवर्णात् परं ततश्च दशमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे प्रहर्षिणीच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'त्र्याशाभिः म-न-ज-र-गाः प्रहर्षिणीयम्' इति।

⇨ प्रहर्षिणीच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -

१) दुष्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम्।
२) त्र्याशाभिः म-न-ज-र-गाः प्रहर्षिणीयम्।

❖ प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः।

उत्तरम् -

प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं ज, भ, स, ज, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् रुचिराच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च नवमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे रुचिराच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'जभौ सजौ गिति रुचिरा चतुर्ग्रहैः' इति।

➪ **रुचिराच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -**

१) सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम्।
२) जभौ सजौ गिति रुचिरा चतुर्ग्रहैः।
३) पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः।

❖ **खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः।**

उत्तरम् -

खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं य, म, न, स, भ, ल, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् शिखरिणीच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ षष्ठवर्णात् परं ततश्च एकादशमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे शिखरिणीच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'रसै रुद्रैच्छिन्ना य-म-न-स-भ-ला गः शिखरिणी' इति।

➪ **शिखरिणीच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -**

१) वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर! हतास्त्वं खलु कृती।
२) रसै रुद्रैच्छिन्ना य-म-न-स-भ-ला गः शिखरिणी।
३) प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्।
४) अयं मार्तण्डः किं स खलु तरगैः सर्पभिरितः।
५) यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम्।

❖ **पद्मावती नरपतेर्महिषी भवित्री**

उत्तस्म् -

पद्मावती नरपतेर्महिषी भवित्री।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं 'त, भ, ज, ज, ग' चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् वसन्ततिलकच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र पादान्तयतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे वसन्ततिलकच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः' इति।

➪ **वसन्ततिलकच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -**

१) रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्
२) भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदाणि।
३) ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः।
४) तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वम्।
५) पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत्।

❖ **कश्चित् कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः**

उत्तरम् -

कश्चित् कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं म, भ, न, त, त, ग, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् मन्दाक्रान्ताच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च षष्ठवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे मन्दाक्रान्ताच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'मन्दाक्रान्ताम्बुधि-रस-नगैः मो भनौ तौ ग-युग्मम्' इति।

⇨ मन्दाक्रान्ताच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -

१) शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्।
२) मन्दाक्रान्ताम्बुधि-रस-नगैः मो भनौ तौ ग-युग्मम्।
३) या तत्र स्याद् युवतिविषये सृष्टिराद्यैव धातुः।
४) आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम्।
५) तीव्राघातप्रतिहततरुः स्कन्दलग्नैकदन्तः।
६) धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः।

❖ विश्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया:

उत्तरम् -

विश्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्ययाः।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं म, स, ज, स, त, त, ग चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् शार्दूलविक्रीडितच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ द्वादशवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे शार्दूलविक्रीड़ितच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'सूर्याश्वैः म-स-ज-स्त-ताः सगुरवः शार्दूलविक्रीड़ितम्' इति।

⇨ शार्दूलविक्रीड़ितच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -

१) वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविभवाः सर्वे दयारक्षिताः।
२) सूर्याश्वैः म-स-ज-स्त-ताः सगुरवः शार्दूलविक्रीड़ितम्।
३) यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया।
४) पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या।
५) शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखीवृत्तिं पत्नीजने।

❖ या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री

उत्तरम् -

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री।

उपर्युक्ते श्लोकपादे यथाक्रमं म, र, भ, न, य, य, य चेति गणाः सन्ति। अत एव आलोच्यश्लोकपादम् स्रग्धराच्छन्दसा रचितं भवति। अत्र आदौ सप्तमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः जायते। उद्धृतश्लोकपादे '*' इति चिह्नेन यतिनिर्देशः विहितः। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे स्रग्धराच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्' इति।

⇨ स्रग्धराच्छन्दसः अनुरूपाः पादाः -

१) प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः।
२) म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्।
३) ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः।
४) पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति।
५) पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम्।

प्रश्नोत्तरपर्व

● लघुप्रश्नोत्तराणि

१) 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थस्य रचयिता कः? तस्य पितुः मातुः च नाम किम्?
उत्तरम् - 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थस्य रचयिता आचार्यगङ्गादासः भवति।
◆ आचार्यगङ्गादासस्य पिता हि गोपालदासः, माता च सन्तोषा।

२) 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थः कतिभागेषु विभक्तः जायते? तत्र कति छन्दांसि आलोच्यन्ते?
उत्तरम् - 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थः षट्सु भागेषु विभक्तः जायते।
◆ तत्र २७६ छन्दांसि आलोच्यन्ते।

३) वेदाङ्गेषु छन्दःशास्त्रस्य किं स्थानं वर्तते?
उत्तरम् -वेदाङ्गेषु छन्दःशास्त्रस्य पञ्चमं स्थानं वर्तते।

४) आचार्यगङ्गादासः कुत्र जन्म अलभत?
उत्तरम् - आचार्यगङ्गादासः उत्कलदेशे जन्म अलभत।

५) किं नाम पद्यम्? तच्च कतिविधम्?
उत्तरम् -निर्दिष्टाक्षरेण निर्दिष्टमात्रया वा नियन्त्रितं पदजातमेव पद्यमिति उच्यते। तदुक्तम् आचार्यगङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे - **'छन्दोबद्धपदं पद्यम्'** इति।
◆ पद्यं द्विविधम् - वृत्तं जातिः चेति। तथा चोच्यते - **'तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा'** इति।

६) वृत्तस्य किं लक्षणम्?
उत्तरम् - प्रतिचरणं निर्दिष्टाक्षरानुसारं रचितं पद्यं वृत्तमिति कथ्यते - **'वृत्तमक्षरसंख्यातम्'** इति।

७) जातेः लक्षणं किम्?
उत्तरम् - मात्रायाः संख्यानुसारेण रचितं पद्यं जातिरिति अभिधीयते - **'जातिर्मात्राकृता भवेत्'** इति।

८) मात्रा कतिविधा? लिख्यताम्।
उत्तरम् -मात्रा एक-द्वि-त्रि-अर्ध-भेदात् चतुर्विधा भवति।

९) ह्रस्व-दीर्घ-प्लुतभेदेषु कुत्र कति मात्रा इति निर्धार्यताम्।
उत्तरम् - पद्यस्य ह्रस्वस्वरः हि एकमात्रा, दीर्घस्वरः हि द्विमात्रा, प्लुतस्वरः हि त्रिमात्रा, व्यञ्जनवर्णः हि अर्धमात्रा कथ्यते। तदुक्तम् -

'एकमात्रा भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रा दीर्घ उच्यते।
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनमर्धमात्रकम्।।' इति।

१०) किं नाम अक्षरम्?
उत्तरम् - सव्यञ्जनः सानुस्वारः अथवा शुद्धः स्वरः हि अक्षरमिति कथ्यते।

११) वृत्तस्य लक्षणं किम्? तच्च कतिविधं भवति?
उत्तरम् - आचार्यगङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे वृत्तस्य लक्षणं कृतम् - **'वृत्तमक्षरसंख्यातम्'** इति। अर्थात् प्रतिचरणं निर्दिष्टाक्षरानुसारं रचितं पद्यं वृत्तमिति कथ्यते।
◆ तच्च वृत्तं त्रिविधम् - समवृत्तम्, अर्धसमवृत्तम्, विषमवृत्तं चेति। तदुक्तम् आचार्यगङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे - **'सममर्धसमं वृत्तं विषमञ्चेति तत्त्रिधा'** इति।

१२) समवृत्तच्छन्दसः लक्षणं किम्?
उत्तरम् - यस्य वृत्तस्य पादचतुष्टये गुरुलघुक्रमेण समानसंख्यकाक्षराणि सन्ति, तत् समवृत्तमिति उच्यते। यथा - इन्द्रवज्राच्छन्दसि चत्वारः पादाः एकादशाक्षरविशिष्टाः भवन्ति। यथा -

'अर्थो हि कन्या परकीय एव
तामद्य सम्प्रष्य परिग्रहीतुः।
जातो ममायं विशदः प्रकामं
प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा।।' इति।

१३) अर्धसमवृत्तच्छन्दसः लक्षणं किम्?

उत्तरम् - यस्य वृत्तस्य प्रथमस्य तृतीयस्य च पादस्य अक्षरसंख्या समाना तथा द्वितीयस्य चतुर्थस्य च पादस्य अक्षरसंख्या समाना वर्तते, तत् अर्धसमवृत्तमिति उच्यते। यथा - पुष्पिताग्रा, वियोगिनी चेत्यादीनि। पुष्पिताग्राच्छन्दसि प्रथमे तृतीये च पादे द्वादश अक्षराणि तथा द्वितीये चतुर्थे च पादे त्रयोदश अक्षराणि वर्तन्ते। यथा -

'तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुः
विटपविषक्तजलार्द्रवल्कलेषु।
पतति परिणतारुणप्रकाशः
शलभसमूह इवाश्रमद्रुमेषु।।' इति।

१४) विषमवृत्तच्छन्दसः लक्षणं किम्?

उत्तरम् - यस्य वृत्तस्य पादचतुष्टये गुरुलघुक्रमेण समानसंख्यकाक्षराणि न सन्ति, तत् विषमवृत्तमिति उच्यते। यथा -

'विललास गोपरमणीषु
तरणितनयाप्रभोद्गता।
कृष्णनयनचकोरयुगे
दधती सुधांशुकिरणोर्मिविभ्रमम्।।' इति।

अस्मिन् उद्गताच्छन्दसि चत्वारः पादाः एव भिन्नभिन्नाक्षरविशिष्टाः भवन्ति।

१५) सम-अर्धसम-विषम-वृत्तस्य लक्षणं प्रदीयताम्।

उत्तरम् - आचार्यगङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे वृत्तभेदानां लक्षणं कृतम् -

'समं समचतुष्पादं भवत्यर्धसमं पुनः।।
आदिस्तृतीयवद् यस्य पादस्तुर्यो द्वितीयवत्।
भिन्नचिह्नचतुष्पादं विषमं परिकीर्तितम्।।' इति।

१६) छन्दःशात्रे कति गणाः सन्ति? के च ते?

उत्तरम् - छन्दःशास्त्रे दश गणाः सन्ति।

◆ते हि - म, य, र, स, त, ज, भ, न, ग, च - चेति।

१७) गणाः कति अक्षरविशिष्टाः भवन्ति?

उत्तरम् -म, य, र, स, त, ज, भ, न, ग, च - चेति दशगणेषु ग, ल चेति द्वयं विहाय अवशिष्टाः अष्टौ गणाः त्र्यक्षरविशिष्टाः। केवलं ग-गणः ल-गणः चेति एकाक्षरविशिष्टः भवति।

१८) गुरुलघुप्रदर्शनपूर्वकं गणभेदविषयकः श्लोकः लिख्यताम्।

उत्तरम् - आचार्यगङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे गणस्य लक्षणं कृतम् -

'मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो भादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः।
जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तलघुस्तः।।
गुरुरेको गकारस्तु लकारो लघुरेककः।' इति।

१९) मगणस्य उदाहरणमेकं प्रदीयताम्?

उत्तरम् - मगणस्य उदाहरणं हि - श्रीदुर्गा। अत्र त्रयः गुरुवर्णाः भवन्ति।

२०) जगणस्य उदाहरणमेकं प्रदीयताम्?

उत्तरम् - जगणस्य उदाहरणं हि - शिवाय। अत्र मध्यवर्णः गुरुः, आद्यन्तवर्णौ च लघू भवन्ति।

२१) तगणस्य उदाहरणमेकं प्रदीयताम्?
उत्तरम् - तगणस्य उदाहरणं हि - जीवन्ति। अत्र अन्तवर्णः लघुः, अवशिष्टौ वर्णौ गुरू भवन्ति।

२२) छन्दःशास्त्रे के गुरुवर्णाः भवन्ति?
उत्तरम् - अनुस्वारयुक्तः वर्णः, दीर्घस्वरयुक्तः वर्णः, विसर्गयुक्तवर्णः, संयुक्तवर्णस्य पूर्ववर्णः तथा पादान्तस्थितः वर्णः विकल्पेन गुरुः भवति। यथा -

१) अनुस्वारयुक्तः वर्णः गुरुः भवति। यथा - तं, तम्।
२) दीर्घस्वरयुक्तः वर्णः गुरुः भवति। यथा - सा, काली।
३) विसर्गयुक्तवर्णः गुरुः भवति। यथा - सः, कः।
४) संयुक्तवर्णस्य पूर्ववर्णः गुरुः भवति। यथा - दक्षः (क् +ष = क्ष)।
५) पादान्तस्थितः वर्णः विकल्पेन गुरुः भवति। यथा - 'अर्थो हि कन्या परकीय एव' - अत्र पादस्य अन्तवर्णः यद्यपि लघुः भवति तथापि छन्दसः लक्षणानुसारं विकल्पेन गुरुः जायते। आचार्यगङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे गुरुवर्णस्य लक्षणं कृतम् -

'सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्।
वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा।।' इति।

२३) छन्दःशास्त्रे के लघुवर्णाः भवन्ति?
उत्तरम् - छन्दःशास्त्रे अ, इ, उ, ऋ चेति चत्वारः हि लघुवर्णाः भवन्ति। यथा - **अयम्, हि, मधु, ऋतम्।**

२४) यतेः स्वरूपं प्रदर्श्यताम्। तस्याः नामान्तरं किम्?
उत्तरम् - पद्यपाठस्य समये जिह्वायाः ईप्सितं विश्रामस्थानमेव छन्दःशास्त्रे यतिः इति कथ्यते। आचार्यगङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे यतेः लक्षणं कृतम् -

'यतिर्जिह्वेष्टविश्रामस्थानं कविभिरुच्यते।
सा विच्छेदविरामाद्यैः पदैर्वाच्या निजेच्छया।।' इति।

♦ एषा यतिः विच्छेदः, विरामः, छिदः, भिदः, विरतिः चेत्यादिनामभिः अभिहिता भवति।

२५) कुत्र पादान्ता यतिः स्यात्?
उत्तरम् - येषां छन्दसां लक्षणे यतेः निर्देशकानि पदानि न उल्लिख्यन्ते, तत्र पादान्ते यतिः स्याद् इति ज्ञातव्यम्। यथा - **'स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः'** इति इन्द्रवज्राच्छन्दसि यतिबोधकानां पदानाम् अभावात् श्लोकपादान्ते यतिः भवति।

२६) आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे इन्द्रवज्राच्छन्दसः लक्षणं किं कृतम्?
उत्तरम् - आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे इन्द्रवज्राच्छन्दसः लक्षणं कृतम् - **'स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः'** इति।

२७) इन्द्रवज्राच्छन्दसि कति अक्षराणि सन्ति?
उत्तरम् - इन्द्रवज्राच्छन्दसि एकादश अक्षराणि सन्ति।

२८) **'उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ सा'** इति लक्षणे के गणाः सन्ति?
उत्तरम् - **'उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ सा'** इति लक्षणे ज, त, ज, ग, ग चेति गणाः सन्ति।

२९) **'मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः'** इति लक्षणे **'वेदलोकैः'** इति पदेन किं सूच्यते?
उत्तरम् - **'मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः'** इति लक्षणे **'वेदलोकैः'** इति पदेन वेद-पदेन चत्वारः, लोक-पदेन च सप्त संख्याः बुध्यन्ते। अतः अस्य छन्दसः श्लोकपादे आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः भवेत्।

३०) यथाक्रमं 'य, य, य, य' चेति गणानाम् उपस्थितौ किं छन्दः जायते?
उत्तरम् - यथाक्रमं 'य, य, य, य' चेति गणानाम् उपस्थितौ भुजङ्गप्रयातच्छन्दः जायते। आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे भुजङ्गप्रयातच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -

'भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः' इति।

३१) वंशस्थविलच्छन्दसि कुत्र यतिः जायते?

उत्तरम् - वंशस्थविलच्छन्दसि पादान्ते यतिः जायते।

३२) 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' इति श्लोकपादे किं छन्दः जायते?
उत्तरम् - 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' इति श्लोकपादे वंशस्थविलच्छन्दः जायते।

३३) मालिनीच्छन्दसः लक्षणं किम्?
उत्तरम् - आचार्य-गङ्गादासेन 'छन्दोमञ्जरी' इति ग्रन्थे मालिनीच्छन्दसः लक्षणं कृतम् -
'न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकैः' इति।

३४) **'त्र्याशाभिः म-न-ज-र-गाः प्रहर्षिणीयम्'** इति लक्षणे **'त्र्याशाभिः'** इति पदेन किं सूच्यते?
उत्तरम् - **'त्र्याशाभिः म-न-ज-र-गाः प्रहर्षिणीयम्'** इति लक्षणे **'त्र्याशाभिः'** इति पदेन त्रि-पदेन त्रिस्रः, आशा-पदेन च दश संख्याः बुध्यन्ते। अतः अस्य छन्दसः श्लोकपादे आदौ तृतीयवर्णात् परं ततश्च दशमवर्णात् परं यतिः भवेत्।

३५) 'जभौ सजौ गिति ———— चतुर्ग्रहैः' इति लक्षणे रिक्तस्थानं पूरयत।
उत्तरम् - 'जभौ सजौ गिति **रुचिरा** चतुर्ग्रहैः' इति भवति।

३६) 'रसै रुद्रैश्छिन्ना य-म-न-स-भ-ला गः ————' इति लक्षणे रिक्तस्थानं पूरयत।
उत्तरम् - 'रसै रुद्रैश्छिन्ना य-म-न-स-भ-ला गः **शिखरिणी**' इति भवति।

३७) वसन्ततिलकच्छन्दसि कति अक्षराणि सन्ति?
उत्तरम् - वसन्ततिलकच्छन्दसि चतुर्दश अक्षराणि सन्ति।

३८) 'ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः' इति लक्षणे रिक्तस्थानं पूरयत।
उत्तरम् - 'ज्ञेयं वसन्ततिलकं **तभजा** जगौ गः' इति भवति।

३९) **'मन्दाक्रान्ताम्बुधि-रस-नगैः मो भनौ तौ ग-युग्मम्'** इति लक्षणे **'अम्बुधि-रस-नगैः'** इति पदेन किं सूच्यते?
उत्तरम् - **'मन्दाक्रान्ताम्बुधि-रस-नगैः मो भनौ तौ ग-युग्मम्'** इति लक्षणे **'अम्बुधि-रस-नगैः'** इति पदेन अम्बुधि-पदेन चतस्रः, रस-पदेन च षट् तथा नग-पदेन सप्त संख्याः बुध्यन्ते। अतः अस्य छन्दसः श्लोकपादे आदौ चतुर्थवर्णात् परं ततश्च षष्ठवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः भवेत्।

४०) **'सूर्याश्वैः'** इति पदेन कति अक्षराणि ज्ञाप्यन्ते?
उत्तरम् - **'सूर्याश्वैः'** इति पदेन सूर्य-पदेन द्वादश, अश्व-पदेन च सप्त संख्याः बुध्यन्ते।

४१) 'म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता ———— कीर्तितेयम्' इति लक्षणे रिक्तस्थानं पूरयत।
उत्तरम् - 'म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता **स्रग्धरा** कीर्तितेयम्' इति भवति।

४२) 'म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्' इति स्रग्धराच्छन्दसि 'म्रभ्नैर्यानाम्' इति के गणाः प्रतिपादिताः?
उत्तरम् -'म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्' इति स्रग्धराच्छन्दसि 'म्रभ्नैर्यानाम्' इति म, र, भ, न, य, य, य चेति गणाः प्रतिपादिताः।

४३) '_____ म-स-ज-स्त-ताः सगुरवः शार्दूलविक्रीड़ितम्' इति लक्षणे रिक्तस्थानं पूरयत।
उत्तरम् - '**सूर्याश्वैः** म-स-ज-स्त-ताः सगुरवः शार्दूलविक्रीड़ितम्' इति भवति।

४४) 'धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्त्ता' इति कस्य छन्दसः उदाहरणं जायते?
उत्तरम् - 'धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्त्ता' इति शालिनीच्छन्दसः उदाहरणं जायते।

४५) 'म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्' इति स्रग्धराच्छन्दसि **'त्रिमुनियतियुता'** इति पदेन किं सूच्यते?
उत्तरम् - 'म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्' इति स्रग्धराच्छन्दसि **'त्रिमुनियतियुता'** इति पदेन मुनि-शब्देन सप्त संख्याः बुध्यन्ते। अतः अस्य छन्दसः श्लोकपादे आदौ सप्तमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं ततश्च सप्तमवर्णात् परं यतिः भवेत्।